যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

পাঠক-মত

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্র!

ছাত্র রাজনীতি মানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, খুন। আসলে কি তাই? সম্প্রতি প্রায় প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে এ রকম চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। হয়তো এ কারণেই অনেকে চান ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক।

একটা সময় ছিল ছাত্ররা রাজনীতি করলে মানুষ সম্মান করত এবং তাদের অনুপ্রেরণা দিত। কেননা ছাত্ররা তাদের ভূমিকা পালনের মধ্যে নিজেদের অবস্থান জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার করেছিল। বলা হতো, ছাত্ররা রাজনীতি করবে না তো কারা করবে? তারাই তো জাতির কর্ণধার, শিক্ষিত সচেতন শ্রেণী, দেশ পরিচালনার ভার আগামী দিনে তাদেরই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির কথা শুনলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে মানুষ।

আমাদের দেশে প্রতিটি জাতীয়-আন্তর্জাতিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় দখলদারিত্ব, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মারামারি লেগেই রয়েছে। দেশের নির্বাচনের পরপরই ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাস দখল, বল দখল করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক ধরনের 'মিনি ক্যান্টনমেন্ট' হিসেবে তৈরি করে যেখানে বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠনের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়! বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থানের কথা মুখে বললেও তারাই অসহায় অবস্থানে ক্ষমতাসীন ছাত্র

সংগঠনকে নগ্নভাবে সহযোগিতা করে। অন্যদিকে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যখন বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠন অথবা সচেতন শিক্ষার্থীরা সরকারের নেতিবাচক ভূমিকায় অথবা নিজ প্রতিষ্ঠানের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে, তখন তাদের ওপর চড়াও হয় ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তারা পুলিশের সামনে অস্ত্র প্রদর্শন করলেও প্রশাসন নীরবভাবেই তাদের সমর্থন দিয়ে যায়।

গত বছরের ১৯ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির একটি কর্মসূচিতে ছাত্রলীগ হঠাৎ হামলা চালায়। এতে কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এ বছরও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। গত ১০ জানুয়ারি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের বর্বরোচিত হামলাও তার প্রমাণ।

এছাড়া সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিএম কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। আর এসব ঘটনা ঘটার পরপরই অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানে ছাত্র রাজনীতিও বন্ধ করে দেয়া হয়।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কৌশল হিসেবে দেখা যায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতিতে না জড়ানোর শর্তে ভর্তি করানো হচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের জন্য চলতি বর্ষ থেকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়ার আইন পাস হয়েছে বলে গণমাধ্যম থেকে জানা গেছে। এছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ। কিন্তু সেখানে শিক্ষক রাজনীতি থেমে নেই। এতে সহজেই বোঝা যাচ্ছে ছাত্র রাজনীতি বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাট্টা।

সংবিধানে সব নাগরিকের রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের এসব সিদ্ধান্ত সংবিধানবিরোধী। অথচ আমাদের বিশিষ্ট নেতারা গণতন্ত্রের কথা বলে মুখে ফেনা তুললেও এ বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। ফলে জাতীয় রাজনীতিতে জায়গা করে নিচ্ছে ব্যবসায়ী, অভিনেতা-নেত্রী, এমনকি সন্ত্রাসীরাও বাদ পড়ছে না। যারা নিজেদের আখের গোছানোতেই ব্যস্ত। তাই এখনই সময় ছাত্র রাজনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবার। আর এ ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনের নেতাসহ জাতীয় নেতাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

মিঠুন গোস্বামী
সিলেট